সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৮
WEEKLY BOOKLET:228

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর কথ্যাবলী

- হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টি
- পৃথিবীতে ঝর্ণা কিভাবে প্রবাহিত হলো?
- রূহ বের করার সময় কষ্ট কেন হয়ে থাকে?
- মানুষ কি পূর্বে বানর ছিলো

উপস্থাপনায়:
আল-মাদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "**হযরত আদম** عَلَيْهِ السَّلَام **এর ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ফয়েয দ্বারা ধন্য করো আর তার প্রতি সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে হযরত বিবি হাওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا কে সৃষ্টি করলেন তখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দিকে ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ফিরিশতারা আরয করলেন: হে আদম عَلَيْهِ السَّلَام! থামুন! প্রথমে তাঁর মোহরানা আদায় করুন। হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তাঁর মোহরানা কি? ফিরিশতারা আরয করলেন: তাঁর মোহরানা হলো যে, আপনি আমাদের সর্দার **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি তিনবার বা দশবার দরূদ পাক পাঠ করুন। অতএব হযরত

www.dawateislami.net

আদম عَلَيْهِ السَّلَام দরূদ শরীফ পাঠ করলেন আর ফিরিশতাগণের সাক্ষীতে তাঁর সাথে হযরত বিবি হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে বিবাহ হয়ে গেলো। এথেকে বুঝা গেলো, **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সব কিছুর জন্য ওসীলা স্বরূপ এমনকি নিজের পিতা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এরও ওসীলা হলেন। (তাফসীরে সাভী, ৫ম পারা, নিসা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ২/৩৫৫। শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহেব, ১/১০১)

হওয়া সে জব আ'দম কা আহাদে মোহর দুরুদ হুয়া
আ'দম সে ওহ নূরে খোদা যওজা কো তাফুইয হুয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه اٰمَنَّا بِرَسُوْلِ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বপ্রথম মানুষ ও প্রথম রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাক** জমিন ও আসমান সৃষ্টির পূর্বে ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেন অতঃপর জ্বিন জাতীকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাদের পর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মানুষ হলেন **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আর তিনিই হলেন প্রথম রাসূল, যিনি শরীয়ত নিয়ে তাঁর সন্তানদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রথম রাসূল এই কারণেই বলা হয় যে, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কুফর ও শিরিক

www.dawateislami.net

ছাড়িয়ে পড়ার পর সর্বপ্রথম সৃষ্টির হেদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। (নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৫২) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম খলিফাতুল্লাহও, যেমনটি ১ম পারা সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىٕكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর (স্মরণ করুন!) যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী।

এই আয়াতের তাফসীরে রয়েছে: খলিফা তাকেই বলা হয়, যিনি নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা ও অন্যান্য ক্ষমতায় আসলের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। যদিও সকল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** খলিফা কিন্তু এখানে খলিফা দ্বারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام উদ্দেশ্য এবং ফিরিশতাগণকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর খেলাফতের সংবাদ এই কারণে দেয়া হয়েছিলো যে, তাঁরা যেনো তাঁকে খলিফা বানানোর হিকমত জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁদের মাঝে খলিফার মহত্ব ও শান প্রকাশ হয় যে, তাঁকে সৃষ্টির পূর্বেই খলিফার উপাধী প্রদান করা হয়েছে আর আসমান ওয়ালাদেরকে তাঁর সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১ম পারা, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৯৬)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাত

হে আশিকানে রাসূল! **আল্লাহ পাক** এই বিষয় থেকে পবিত্র যে, **তাঁর** কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় তবে এখানে খলিফা সৃষ্টির সংবাদ ফিরিশতাদেরকে প্রকাশ্যভাবে পরামর্শের মতোই দেয়া হয়েছে। এ থেকে ইঙ্গিত হিসেবে বুঝা যায়, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে নিজের অধিনস্থদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া উচিৎ, যাতে সেই কাজের ব্যাপারে তাঁদের মনে কোন দ্বিধা থাকলে তবে তার সমাধান হয়ে যায় বা কোন এমন উপকারী পরামর্শ পেয়ে যায়, যার ফলে সেই কাজ আরো সুন্দরভাবে হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে পরামর্শ করার জন্য কুরআনে পাকে হুকুম ইরশাদ করেছেন। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** ফিরিশতা ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু পরামর্শ করার জন্য ইরশাদ করা উম্মতের শিক্ষার জন্যই ছিলো, যাতে উম্মতও এই সুন্নাতের উপর আমল করে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াতে মুবারাকা (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِۚ) (পারা ৪, আলে ইমরান, ১৫৯) **কানযুল ঈমান**

www.dawateislami.net

থেকে অনুবাদঃ "আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন" অবতীর্ণ হলো তখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরামর্শের মুখাপেক্ষী নয়, কিন্তু **আল্লাহ পাক** পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৭৬, হাদীস ৭৫৪২)

পরামর্শের ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

(১) যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করবে এবং সেটাতে কোন মুসলমান ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে সঠিক কাজের নির্দেশনা দিয়ে দেন।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/৩৫৭)

(২) যে ব্যক্তি পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না।

(মু'জাম আওসাত, ৫/৭৭, হাদীস ৬৬২৭)

(৩) যে ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করে, সে কখনো দূর্ভাগা হয় না এবং যে ব্যক্তি নিজের মত ও অপরের পরামর্শের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়, সে কখনো সৌভাগ্যবান হয় না।

(তাফসীরে কুরতুবি, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১৫৯নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাক** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে পিতামাতা ব্যতীত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাঁর সৃষ্টির ঘটনা এরূপ, **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, জমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে এসো। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام জমিন থেকে মাটি নিতে চাইলে পৃথিবী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো। তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন: এতে জমিন বলতে লাগলো, আমি **আল্লাহ**র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বিষয় থেকে যে, আমার কাছ থেকে কিছু কমানো বা আমার কোন জিনিস নষ্ট হওয়া থেকে। তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মাটি না নিয়েই ফিরে আসেন এবং আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! জমিন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছে তখন আমি তোমার পবিত্র নাম ও তোমার সম্মানের আদব রক্ষা করে ফিরে এলাম আর তাকে আশ্রয় দিয়ে দিলাম। অতঃপর **আল্লাহ পাক** হযরত মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঠালেন তখন তিনিও তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং **আল্লাহ**র দরবারে একই কথা আরয করলেন যা হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام করেছিলেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** হযরত ইস্রাফিল عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঠালেন তখন তিনিও এভাবে ফিরে

www.dawateislami.net

এলেন, অতঃপর হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঠালেন, যখন জমিন তার কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলো তখন তিনি বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট এই বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, **তাঁর** আদেশের উপর আমল করা ব্যতীত ফিরে যাবো। অতএব তিনি জমিন থেকে মাটি নিয়ে নিলেন তখন **আল্লাহ পাক** রূহ কবয করার কাজও তাঁর দায়িত্বে দিয়ে দিলেন যে, তুমিই এই মাটিকে জমিন থেকে পৃথক করেছো, তুমিই তাদের মিলিয়ে দিবে আর তার নাম মালাকুল মউত রাখা হলো। (তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৫। তাফসীরে আযিযী, ১/৩৩৬)

কত ধরনের মাটি ছিলো

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে এক ধরনের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণ পৃথিবী থেকে নেয়া হয়েছে, এজন্য আদম সন্তান মাটির ভিত্তিতেই এসেছে, এর মধ্যে লালচে সাদা এবং কালো আর মধ্যম, নরম ও শক্ত, অপবিত্র ও পবিত্র রয়েছে। (তিরমিযী, ৪/৪৪৪, হাদীস ২৯৬৫) কেউ কেউ বলেন: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাটিতে ৬০ ধরনের রঙ অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তা তাঁর সকল সন্তানের মাঝে পাওয়া যায়।

(তাফসীরে সাভী, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪৮)

www.dawateislami.net

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে আদম কেন বলা হয়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আদমকে জুমার দিন আসরের পর সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে আদিমুল আরদ অর্থাৎ জমিনের উপরিভাগের এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁকে আদম বলা হয়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৭/৩৭৫) আর তাঁর সন্তানদের আদমী অর্থাৎ আদম সম্পন্ন বলা হয়।

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপনাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام যেহেতু সকল মানুষের পিতা, তাই তাঁর একটি উপনাম হলো আবুল বশর অর্থাৎ সকল মানুষের পিতা, তাঁর আরেকটি উপনাম হলো আবু মুহাম্মদ এবং জান্নাতেও তাঁর এই উপনাম হবে, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: জান্নাতে কারো উপনাম হবে না শুধু হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ব্যতীত, আর তাঁর সম্মানের জন্য জান্নাতে উপনাম হবে আবু মুহাম্মদ।

(তারিখ ইবনে আসাকির, ৭/৩৮৮)

পৃথিবীতে ঝর্ণা কিভাবে প্রবাহিত হলো?

এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন **আল্লাহ পাক** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন জমিনকে ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: আমি তোমার থেকে একটি জীব সৃষ্টি করছি, যে আমার আনুগত্য করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো আর যে আমার অবাধ্যতা করবে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, তখন জমিন আরয করলো: হে আমার **প্রতিপালক**! তুমি কি আমার থেকে এমন জীব সৃষ্টি করবে, যারা জাহান্নামে যাবে। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! এতে জমিন এমনভাবে কান্না করলো যে, ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো আর তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহিত থাকবে।

(তাফসীরে সাভী, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪৯)

মৃতদের সুগন্ধি কেন লাগানো হয়?

আল্লাহ পাকের দরবারে জমিন আরয করলো: হে **আল্লাহ পাক**! আমার থেকে মাটি নেয়াতে আমার মাটি কমে গেছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: চিন্তা করো না, (যখন কোন মানুষ) তোমার নিকট ফিরে আসবে তখন পূর্বের চেয়েও বেশি সুন্দর হয়ে যাবে, এই কারণেই মৃতদেরকে আতর ও মুশক দ্বারা সুবাসিত করা হয়।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম পারা, বাকারা, ৩১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৯৮)

www.dawateislami.net

মানুষের জীবনে খুশি কম আর দুঃখ বেশি কেন?

আল্লাহ পাক যখন জমিন থেকে মাটি জড়ো করে নিয়ে গেলেন তখন **আল্লাহ পাক** হুকুম ইরশাদ করলেন: এগুলো সেখানে রাখো যেখানে আজ কাবার ঘর রয়েছে, অতঃপর ফিরিশতাদের উপর আদেশ হলো যে, এই মাটিকে বিভিন্ন পানি দ্বারা কাদা বানাও। অতঃপর এর উপর চল্লিশদিন বৃষ্টি হলো, ৩৯ দিন দুঃখের আর একদিন খুশির, এই কারণে মানুষের জীবনে খুশি কম আর দুঃখ বেশি।

(তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৫)

খেজুর, আঙ্গুর ও আনারের সৃষ্টি

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক খামির যেই মাটি দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিলো, তা থেকে অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া মাটি শরীফ দ্বারা খেজুর গাছ বানানো হলো, যেমনটি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "খেজুরের সম্মান করো, কেননা এটা তোমাদের পিতা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর বেঁচে যাওয়া মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অপর বর্ণনায় রয়েছে: খেজুর, আনার ও আঙ্গুরকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর বেঁচে যাওয়া মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। **(ফয়যুল কদীর, ৩৯৩৭নং হাদীসের পাদটিকা, ৩/৬০০)**

www.dawateislami.net

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক আকৃতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক অস্থিত্বের খামির বাননো হলো তখন তা বাতাসের মাধ্যমে এতটুকু শুকালো যে, তা কড়কড়ে মাটির ন্যায় হয়ে গেলো, যেনো মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরো, অতঃপর ফিরিশতাদেরকে আদেশ করলেন যে, একে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী আরাফাতের পাহাড়ের নিকট নুমান উপত্যাকায় রেখে দাও, এরপর **আল্লাহ পাক** তাঁর কুদরতের হাতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর আকৃতি বানালেন, ফিরিশতারা এর পূর্বে কখনো এরূপ সুন্দর আকৃতি দেখেনি, অতএব হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক আকৃতি দেখে তাঁরা খুবই আশ্চর্য হলো এবং তাঁর চারিদিকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলো।

(তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, বাকারা, ৩০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৬)

অভিশপ্ত ইবলিশের দূর্ভাগ্য

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন **আল্লাহ পাক** জান্নাতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর আকৃতি বানালেন তখন যতক্ষণ সেই অবস্থায় রাখতে চাইলেন, তাঁকে রেখে দিলেন। ইবলিশ

www.dawateislami.net

তাঁর চারপাশে ঘুরতে লাগলো, সে দেখতে লাগলো যে, এটি কি জিনিষ, তো যখন সে তাঁকে খালি পেট দেখলো তখন বুঝে গেলো যে, এটি এমন একটি জীব সৃষ্টি করা হয়েছে, যা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না। (অর্থাৎ এই সৃষ্টি কামভাব ও রাগের সময় নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা সহজেই দূর করতে পারবে না।) (মুসলিম, ১০৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৬৪৯) (শরহুস সুয়ুতী আলা মুসলিম, ৫/৫৩৮, ২৬১১নং হাদীসের পাদটিকা) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক আকৃতি দেখে ইবলিশ এটাও বললো: হ্যাঁ! এর বুকের বাম পাশে একটি বন্ধ কুটরী রয়েছে, এটা জানিনা যে, এতে কি রয়েছে, সম্ভবত এটাই সেই **আল্লাহ পাকে**র গুপ্ত রহস্যের জায়গা, যার কারণে সে খলিফার অধিকারী হয়েছে। (তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, বাকারা, ৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৬) ইবলিশ ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করলো: যদি একে (অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে) তোমাদের চেয়ে উত্তম বানানো হয়, তবে তোমরা কি করবে? তাঁরা বললো: আমরা **আল্লাহ পাকে**র আদেশ মান্য করবো, দূর্ভাগা অভিশপ্ত শয়তান মনে মনে বলতে লাগলো, একে আমার চেয়ে উত্তম বানানো হলে তবে আমি এর অনুগত হবো না।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম পারা, বাকারা, ৩১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৯৯)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ ভুল ধারনা

অনেকে বলে থাকে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক শরীরে রূহ প্রদান করার পূর্বে শয়তান তাঁকে مَعَاذَ الله থুথু দিয়েছিলো এবং সেই থুথু থেকে কুকুর সৃষ্টি হলো, এই ঘটনার ব্যাপারে হযরত মুফতী ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুকুর সৃষ্টির এই বর্ণনা ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত, বিশুদ্ধ বর্ণনায় এর কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়না। (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ১/৩৪৪)

কুকুরের আদম সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণ

হযরত ইমাম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন শয়তান হিংস্র প্রাণীদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিলো, যার ফলে কুকুর সর্বপ্রথম তাঁর উপর আক্রমণ করলো। ইত্যবসরে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করলেন ও আরয করলেন: "আপন হাত তার উপর রাখুন।" হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তা-ই করলেন, তখন কুকুর শান্ত হয়ে গেলো এবং তাঁকে রক্ষা করতে লাগলো, কুকুরের স্বভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানের ভালবাসা প্রদান করে দেয়া হলো। (আল আমসাল মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাতি, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জুমাকে জুমা বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার অর্থ হলো: সমবেত হওয়া, সম্পন্ন হওয়া। জুমাকে জুমা এই কারণেই বলা হয় যে, এই দিনে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীর মুবারক পূর্ণতা লাভ করে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উত্তম দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তা হলো জুমার দিন, এই দিনেই হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে (জান্নাত থেকে) প্রেরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তাওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে এবং এই দিনেই কিয়ামত হবে। (আবু দাউদ, ১/৩৯০, হাদীস ১০৪৬) এখানে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হয়তো তাঁর শরীর মুবারকের পূর্ণতা বা শরীর মুবারকে রূহ প্রদান করাই উদ্দেশ্য, কেননা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীরের কাঠামো তো অনেক দিন পর্যন্ত হতে থাকে, প্রত্যেক ধরনের মাটি পানি জড়ো করা অতঃপর এর খামির বানানো, অতঃপর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন অংঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানানো, অতঃপর অনেকদিন পর্যন্ত শুকানো, এতে অনেক দিন লেগেছে, এটা একদিন ও এক মুহূর্তে হয়নি।

(মিরাতুল মানজিহ, ৭/৬০৬)

www.dawateislami.net

দু'শনবা মুস্তফা কা জুমায়ে আদম সে বেহতর হে
সিখানা কিয়া লেহাযে হায়শিয়ত খোয়ে তা'ম্মুল কো

শব্দার্থ: দু'শনবা: সোমবার শরীফের দিন। খোয়ে তা'ম্মুল: চিন্তা করার অভ্যাস।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর কথা বলেছেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই কারণে সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করা হয়েছে, **তিনি** না হলে তবে কিছুই হতো না, অতএব **তাঁর** বিলাদত শরীফ (জন্মদিন শরীফ) এর দিন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্মদিন জুমার দিনের চেয়েও উত্তম, চিন্তা ভাবনার অভ্যাসীদের এটা বুঝানো কঠিন নয়, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এরও সরদার এবং সকল নবীদের সর্দার, শাহানশাহে আবরার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের শরীর থেকে রূহ বের করার সময় কষ্ট কেন হয়ে থাকে?

আল্লাহ পাক যখন রূহকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীরে প্রবেশ করার আদেশ দিলেন তখন রূহ আরয করলো: হে **আল্লাহ পাক**! এই জায়গা খুবই গভীর ও অন্ধকার। তিনবার **আল্লাহ পাকের** আদেশ হলো আর তিনবারই রূহ

www.dawateislami.net

এটাই আরয করলো তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: না চাইতেও প্রবেশ করছো তবে বের হতেও খুবই কষ্ট হবে। এই কারণেই যখন মানুষের শরীর থেকে রূহ বের হয় তখন খুবই কষ্ট হয়। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম পারা, বাকারা, ৩১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১০০) তাফসীরে নঈমীতে রয়েছে: কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে: যখন **নূরে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা সেই মুবারক আকৃতিকে আলোকিত করা হলো অর্থাৎ সেই নূর আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে আমানত হিসেবে রাখা হলো, আর রূহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো। (তাফসীরে নঈমী, ১/২২৬)

সর্বপ্রথম হাঁচি কার এসেছিলো

সর্বপ্রথম রূহ মাথা মুবারকে প্রবেশ করলো, তখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর হাঁচি আসলো, **আল্লাহ পাক তাঁর** অন্তরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার ইলহাম প্রদান করলেন তখন তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করেন, আর এতে স্বয়ং **আল্লাহ পাক** يَرْحَمُكَ الله বলেন।[১] যখন রূহ কোমর শরীফ পর্যন্ত পৌঁছলো তখন

১. অতএব হাঁচি প্রদানকারীকে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা উচিৎ এবং শ্রবণকারীদের উপর সাথেসাথেই "يَرْحَمُكَ الله" বলা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৪৭৭) খাযায়িনুল ইরফানে তাহতাভীর উদ্ধৃতিতে হাঁচি আসাতে আল্লাহ পাকের হামদ করাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা লিখিছেন। (৫৫০টি সুন্নাত ও আদব, ৩৬ পৃষ্ঠ)

www.dawateislami.net

তিনি عَلَيْهِ السَّلَام উঠতে চাইলেন কিন্তু নিচে পড়ে গেলেন, কেননা নিচের অংশ পর্যন্ত তখনো রূহ পৌঁছেনি, যখন সমস্ত শরীরে রূহ পৌঁছে গেলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁকে ইরশাদ করলেন: হে আদম! আমি কে? হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তুমি **আল্লাহ**, তুমি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: তুমি সত্যি বলেছো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৭/৩৮৫) তিরমিযী শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে আদম! ফিরিশতাদের এই উপবিষ্ট দলের নিকট যাও এবং বলো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। অতএব তিনি "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বললেন, তখন ফিরিশতারা উত্তর দিলো: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আবারো উপস্থিত হলেন তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: এটাই হলো তোমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক সালাম। (তিরমিযী, ৫/২৪১, হাদীস: ৩৩৭৯)

সালামের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, সালাম করা অনেক পুরাতন সুন্নাত, ফয়যানে সালাম প্রসার করুন এবং **আল্লাহ**র অশেষ রহমতের অংশীদার হোন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**

www.dawateislami.net

সুন্নাত প্রসার করে থাকে এবং ঘরে ঘরে সুন্নাতের বার্তা পৌঁছিয়ে থাকে। ৭২টি নেক আমল পুস্তিকার ৩০ নম্বর আমল হলো: "আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসতে যেতে এবং গলি দিয়ে যাওয়ার সময় পথে দাঁড়ানো বা বসা **মুসলমানদের সালাম** দিয়েছেন?"

শাহা! এ্যয়সা জযবা পাও কেহ মে খুব শিখ যাও
তেরী সুন্নাতে সিখানা মাদানী মাদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোখ, কান ও নাকে কুদরতের কারিশমা

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, পবিত্র আহলে বাইতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর দাদা (হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাক তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে আদম সন্তানের (অর্থাৎ মানুষের) চোখে **"লবণাক্ততা"** রেখেছেন, কেননা এই দু'টি হলো চর্বির টুকরো, যদি এমন না হতো তবে তা গলে যেতো। **আল্লাহ পাক** আদম সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের কানে **"তিক্ততা"** রেখেছেন, যা পোকা-মাকড়ের জন্য প্রতিবন্ধক, কেননা যদি কোন পোকা কানে প্রবেশ করে তবে তা মস্তিষ্ক

www.dawateislami.net

পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কিন্তু যখন তিক্ততা চেটে খায় তখন পালিয়ে বের হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক তাঁর** অনুগ্রহে আদম সন্তানের নাকের ছিদ্রে **"উত্তাপ"** রেখেছেন, যাদ্বারা সে ঘ্রাণ নেয়, যদি তা না হতো তবে মস্তিষ্ক দূর্গন্ধময় হয়ে যেতো। **আল্লাহ পাক** আদম সন্তানের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে তাদের ঠোঁটে **"মিষ্টতা"** রেখেছেন, যার মাধ্যমে সে স্বাদ গ্রহণ করে আর মানুষ তার কথাবার্তার মিষ্টতায় উপকৃত হয়ে থাকে।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৯, নম্বর ৩৭৯৭। আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ৩/২৮৫)**

কে আনুগত্য করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করেন তখন ফিরিশতারা বললো: **আল্লাহ পাক** এমন জীব সৃষ্টি করবেন না, যারা আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং **আল্লাহ**র দরবারে আমাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত হবে। ফিরিশতাদের হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, এভাবেই **আল্লাহ পাক** বান্দাকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন, যাতে প্রকাশ হয় যে, কে আনুগত্য করে আর কে অবাধ্যতা করে এবং যারা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে, তারা একে অপরের উপর ফযিলত জেনে নেয় আর জেনে যায় যে, দুনিয়া হলো

www.dawateislami.net

পরীক্ষার ঘর এবং ধ্বংসশীল আর আখিরাত হলো প্রতিদানের স্থায়ী ঘর, অতএব (যদি তোমরা সামর্থ্যবান হওয়া তবে) ঐসকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যারা দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে আখিরাতের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয় আর নেকীর তৌফিক **আল্লাহ পাকেরই** পক্ষ থেকে অর্জিত হয়। **(তাফসীরে তাবারী, বাকারা, ৩০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৪২। তাফসীরে দুররে মানসুর, বাকারা, ২১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৬১১)**

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক উচ্চতা

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর (মুবারক) উচ্চতা ৬০গজ (অর্থাৎ ৯০ ফিট) ছিলো। যারাই জান্নাতে যাবে তারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর আকৃতি অনুযায়ীই হবে এবং তার উচ্চতা হবে ৬০ গজ, অতঃপর হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর পর এই পর্যন্ত সৃষ্টি উচ্চতায় কমে আসছে। **(বুখারী, ৪/১৬৪, হাদীস ৬২২৭)**

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: জান্নাতে শুধুমাত্র মানুষই যাবে, পশু বা জ্বিনেরা যাবে না এবং সকল জান্নাতী মানুষ আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ন্যায় সুন্দর স্বাস্থ্যবান হবে, কেউই কুৎসিত বা অসুস্থ হবে না এবং সবারই উচ্চতা ৬০ গজ হবে,

www.dawateislami.net

কেউই এর চেয়ে কম বা বেশি হবে না, দুনিয়ায় যদিও খাটো ছিলো বা লম্বা ছিলো, শিশু ছিলো বা বৃদ্ধ ছিলো, কিন্তু এই স্বল্পতা শুধু দুনিয়াতেই, আখিরাতে ও জান্নাতে পূরণ করে দেয়া হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩১৩-৩১৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রকাশ্যভাবে এত লম্বা হওয়া আশ্চর্যজনক ও অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** কুদরতের প্রতি দৃষ্টি দিলে তবে এটা না আশ্চর্যজনক আর না অসম্ভব, কেননা **আল্লাহ পাক** এত লম্বা মানুষ বানানোতে অবশ্যই সক্ষম।

হে পাক রুতবা ফিকর সে উস বে নিয়ায কা
কুছ দখল আকল কা হে না কাম ইমতিয়ায কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদম সন্তানদের মধ্যে পরস্পর এই বিষয়ে ঝগড়া হলো যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সৃষ্টি কোনটি? কেউ বললো: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام, কেননা **আল্লাহ পাক** তাঁকে **তাঁর** কুদরতের হাতে সৃষ্টি

www.dawateislami.net

করেছেন, ফিরিশতাদের তাঁর সামনে সিজদা করিয়েছেন। কেউ বললো: **আল্লাহ পাকের** দরবারে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সৃষ্টি হলো ফিরিশতা, যাঁরা **তাঁর** আনুগত্য করে থাকে। আরেকজন বললো: আমাদের আর তোমাদের মাঝে এই বিষয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ফয়সালা করবেন, অতঃপর তারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলো, তখন তিনি বললেন: আমার সন্তান **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। **আল্লাহ পাক** যখন আমার মধ্যে রূহ প্রদান করলেন এবং রূহ আমার পা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো তখন আমি শান্ত হয়ে বসে গেলাম, অতঃপর আরশের বিদ্যুৎ চমকালো এবং আমি আরশের দিকে তাকালাম, তখন তাতে "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ" লেখা ছিলো। অতএব **আল্লাহ পাকের** নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তা।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৭/৩৮৬, নম্বর ৫৭৮)

জাহির মে মেরে ফুল হাকীকত মে মেরে নখল
ইস গুল কি ইয়াদ মে ইয়ে ছাদা আবুল বশর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: গুল: ফুল। ছাদা: আওয়াজ। আবুল বশর: সকল মানুষের পিতা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ।

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আমাদের **প্রিয় সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমনভাবে স্মরণ করতেন يَابُنَيَّ صُوْرَةً وَّمَعْنًى اَبِيْ অর্থাৎ হে আমার ছেলে, আপনি প্রকাশ্যে আমার ছেলে, কিন্তু মূলত আপনি আমার পিতা, কেননা যদি আপনি না হতেন তবে আমিও হতাম না বরং কিছুই হতো না।

ওহ জু না থে তো কুছ না থা ওহ না হো তো কুছ না হো
জান হে ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী ও জাহান্নামী

আল্লাহ পাকের দানক্রমে **অদৃশ্যের সংবাদদাতা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত আদমকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তাঁর পিঠে ডান হাত বুলালেন, এতে তাঁর সন্তানরা বের হলো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমি এদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, এরা জান্নাতের কাজ করবে, অতঃপর আবারো তাঁর পিঠে হাত বুলালেন, এতে কিছু সন্তান বের হলো অতঃপর ইরশাদ করলেন: আমি

www.dawateislami.net

এদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, এরা দোযখের কাজ করবে। (তিরমিযী, ৫/৫২, হাদীস ৩০৮৬)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام পিঠে ডান হাত বুলালেন) এর ব্যাপারে বলেন: এই ইবারত উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তাঁর পিঠ মুবারকে কুদরতের দৃষ্টি প্রদান করলেন, অন্যথায় **আল্লাহ পাক** হাতের প্রকাশ্য অর্থ এবং ডান ও বাম থেকে পবিত্র, শুক্রাণু পুরুষের পিঠে থাকে, তাই দৃষ্টি পিঠে প্রদান করা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১০৪)

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্য

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন **আল্লাহ পাক** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর পিঠে হাত বুলালেন, তখন তাঁর পিঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সন্তানদের রূহ বের হলো, যাদেরকে **আল্লাহ পাক** সৃষ্টি করবেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের উভয় চোখের মাঝখানে নূরের চমক দিলেন, অতঃপর তাদেরকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট উপস্থাপন করা হলো। তিনি বললেন: হে **প্রতিপালক**! এরা কারা? ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

তোমার সন্তান। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন তার চোখের মাঝখানের চমক পছন্দ হলো। তিনি আরয করলেন: হে **প্রতিপালক**! তিনি কে? ইরশাদ করলেন: দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)। আরয করলেন: হে **প্রতিপালক**! তার বয়স কত নির্ধারন করেছেন? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: ৬০ বছর। তিনি আরয করলেন: **মওলা!** আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর তাকে বৃদ্ধি করে দাও। (তিরমিযী, ৫/৫৩, হাদীস ৩০৮৭)

মানুষ কি পূর্বে বানর ছিলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অনেক পুরোনো কথা, আমার কোন এক দুনিয়াবী শিক্ষিত লোকের সাথে সাক্ষাত হলো। কথায় কথায় জানি তার কি হয়ে গেলো, সে মানব সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে লাগলো যে, কুরআনে পাক মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে বলে যে, হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর থেকেই মানুষের বংশ পরিক্রমা শুরু হয়েছে আর ডারউইন বলছে: মানুষ বানর থেকে এসেছে। এরপর সে এরূপ বলতে লাগলো, "ডারউইনের কথা কিছু কিছু বুঝে

www.dawateislami.net

আসছে।” একথা শুনে আমি রীতিমতো চিন্তিত হয়ে গেলাম যে, সে তো নিজের ঈমানকে কফিন বন্দি করেছে, কেননা সে কুরআনে পাকের উপর সন্দেহ করলো আর বললো যে, ডারউইনের কথা কিছু কিছু বুঝে আসছে।” কুরআনে করীমের তুলনায় কারো কথা কিছুটা হলেও কেন বুঝে আসলো? এরূপ বুঝাকে চুলায় নিক্ষেপ করা উচিৎ, এটা কোন কাজের? যাইহোক অতঃপর আমি সুযোগ পেতেই তাকে বুঝিয়ে তাওবা করালাম ও কলেমা পাঠ করালাম যে, এই কথা তো ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মতো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৫১)

মানব সৃষ্টির ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও ইসলামী আকীদা

মুসলমানের আকীদা হলো: মানুষের শুরু হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে হয়েছে এবং এই কারণে তাঁকে আবুল বশর অর্থাৎ মানব পিতা বলা হয়। আর হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে মানবের শুরু হওয়া অনেক মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যেমন; দুনিয়ার আদম শুমারী দ্বারা জানা যায় যে, আজ থেকে একশত বছর পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক কম ছিলো এবং এরও অনেক বছর পূর্বে আরো কম, আর এভাবে অতীতের দিকে যেতে থাকলে

www.dawateislami.net

কমতে কমতে একটি সত্তাই পাওয়া যাবে এবং সেই সত্তা হলেন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام বা এভাবে বলুন যে, সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যা একজন ব্যক্তির উপর গিয়ে শেষ হয়ে যায়, যেমন; সৈয়দ দুনিয়ায় কোটি কোটি পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁদের মূল **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি সত্তায় হবে। এভাবে বনী ইসরাঈল যতই অধিক সংখ্যায় হোক না কেন কিন্তু তাদের সমস্ত আধিক্যের অন্ত হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর একটি সত্তায় এসে যাবে। এবার এভাইে আরো অতীতে যাওয়া শুরু করুন তখন মানুষের সকল জাতী, সম্প্রদায়ের অন্ত একটি সত্তার উপরই এসে যাবে, যার নাম আসমানি কিতাব সমূহে হলো আদম আর এটাতো সম্ভব নয় যে, সেই এক ব্যক্তির জন্ম বর্তমান সময়কার জন্মের মতো হয়েছে অর্থাৎ পিতামাতা থেকে জন্ম হয়েছে, কেননা যদি তাঁর জন্য পিতা মেনে নেয়াও হয় তবে মা কোথা থেকে আসবে, অতঃপর যাকে পিতা মেনে নিলাম, তিনি স্বয়ং কোথা থেকে এলো? অতএব বুঝা গেলো, তাঁর জন্ম পিতামাতা ব্যতীতই হয়েছে আর যখন পিতামাতা ব্যতীত জন্ম হলো তখন নিশ্চয় তিনি ভিন্ন পদ্ধতিতে জন্মেছেন এবং এই পদ্ধতি কুরআন বলছে যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে মাটি দ্বারা

www.dawateislami.net

সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের দুনিয়ার মূল ভিত্তি। অতঃপর এটাও প্রকাশ্য যে, যখন একজন মানুষ এভাবে অস্তিত্ব গ্রহণ করছে তখন আরেকটি অস্তিত্ব প্রয়োজন, যাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে পারে, তখন দ্বিতীয়টিও সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির মতো মাটি থেকে পিতামাতা ব্যতীত সৃষ্টি করার পরিবর্তে, যেই একটি মানুষ রয়েছে তার অস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কেননা এক ব্যক্তি সৃষ্টি হওয়াতে মানব জাতীর অস্তিত্ব হয়ে গেছে অতএব দ্বিতীয় অস্তিত্বকে প্রথম অস্তিত্ব থেকে কিছুটা কম এবং সাধারণ মানবীয় সত্তা থেকে উচ্চতর পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর বাম পাশের একটি হাড় তাঁর আরাম করার সময় বের করে নেয়া হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী হযরত বিবি হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু হযরত বিবি হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নারী ও পুরুষের পরস্পর মিলন থেকে সৃষ্টি হয়নি, তাই তিনি সন্তান হতে পারেনা।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪র্থ পারা, নিসা, ১-২নং আয়াতের পাদটিকা, ১৩৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কান্নাকাটি

হযরত বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ও জমিনের সকল অদিবাসীর কান্নাকাটি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কান্নার সাথে তুলনা করা হয়, তবে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কান্নাকাটির সমপরিমাণ হবে না।"

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৭/৪১৫)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net